৭

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAY 5 1999 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪ ...

থানার ৮০ ভাগ লোককে নিরক্ষর রেখে বদরগঞ্জকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা

রংপুর জেলা সংবাদদাতা ঃ রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানায় সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচী বাস্তবায়নে পুকুর চুরির ঘটনা ঘটিয়ে অবশেষে শতকরা প্রায় ৮০ জন লোককে নিরক্ষর রেখে গোটা থানাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

জানা গেছে, দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। কর্মসূচীর মধ্যে রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানায় এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে বরাদ্দ দেয়া হয় ১ কোটি ৪ লাখ ৬১ হাজার টাকা। বরাদ্দ প্রাপ্তির পর থানার তৎকালীন টিএনও প্রশান্ত কুমার ১০ ইউনিয়নে মোট ২ হাজার কেন্দ্রের মাধ্যমে ১১-৪৫ বছর বয়সের ৬০ হাজার লোককে অক্ষর জ্ঞান দানের পরিকল্পনা হাতে নিয়ে গত বছরের জুন মাসে ২শ' ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করেন। এসব কেন্দ্রে কার্যক্রম শুরুর পর পর্যায়ক্রমে আরও প্রায় ১শ' কেন্দ্রে কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালে তিনি জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে ঐসব কেন্দ্রে শিক্ষক নিয়োগ করেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি নিয়োগকৃত শিক্ষক এবং পরিদর্শকদের কাছ থেকে ২/৩ শ' করে টাকা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে প্রায় দু'মাস পর থানার প্রতিটি ইউনিয়নে কেন্দ্রের সংখ্যা উল্লেখ পূর্বক শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি ঘোষণা দেয়া হলে স্থানীয় সংসদ সদস্যের ঘনিষ্ট দু'ব্যক্তি (উভয়ে ছাত্রলীগ নেতা) প্রতিজনের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে ৫শ' করে মোট ১ হাজার শিক্ষকের তালিকা তৈরী করে টিএনওকে দেন। ছাত্রলীগের ঐ দু'নেতা পরস্পরে সমঝোতায় না এসে উভয়ে টিএনওকে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন নিজ তালিকা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগের জন্য। বিষয়টি নিয়ে টিএনও বিপাকে পড়ে গিয়ে এমপি আনিছুল হক চৌধুরীকে জানিয়ে সুষ্ঠু সমাধান চান। এমপি আনিছুল হক চৌধুরী এ ব্যাপারে উভয়ের প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী শিক্ষক নেয়ার কথা জানিয়ে দিলে টিএনও আরও বিপাকে পড়ে যান। কারণ তিনি নিজেও জনৈক ব্যক্তির মারফত প্রায় ১ হাজার প্রার্থীর কাছ থেকে প্রতিজনে ২/৩শ' করে টাকা আদায় করেছেন। এ অবস্থায় শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে অন্যান্য কেন্দ্রগুলো চালু করা হলেও শুরু থেকেই কার্যক্রম বন্ধ থাকে। এ নিয়ে ছাত্রলীগের ঐ দুই গ্রুপের সাথে টিএনওর দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে এবং তা মামলা পর্যন্ত গড়ায়। এতে করে পরবর্তীতে এমপি আনিছুল হক চৌধুরীর সাথেও টিএনও'র মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এই মতপার্থক্য দীর্ঘ ৩/৪ মাস চলতে থাকে। অবশেষে তাকে অন্যত্র বদলি করা হয়। পরবর্তীতে নতুন টিএনও কাজে যোগদানের কয়েকমাস পর গত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকঢোল পিটিয়ে এমপি আনিছুল হক চৌধুরী এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বদরগঞ্জ থানাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করে স্থানীয় কয়েকটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন।

এদিকে বদরগঞ্জ থানাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করার পর সম্প্রতি থানার ৫টি ইউনিয়নে এক জরিপ চালিয়ে ভিন্ন চিত্র পাওয়া গেছে। জরিপে দেখা গেছে- থানার লোহানীপাড়া, কুতুবপুর, মধুপুর, গোপালপুর এবং সদর ইউনিয়নে চালুকৃত কেন্দ্রগুলো কোনটাই দু'মাসের বেশী স্থায়ী ছিল না। কারণ হিসেবে জানা গেছে, কেন্দ্রগুলো চালুর পর সেগুলোতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঠিকভাবে সরবরাহ করা হত না। ফলে কেন্দ্রগুলো কোনরকমে দু'মাস টানাহেঁচড়া করে চালানো হলেও এরপর আর চালনা করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া কোন কোন কেন্দ্রে শিক্ষক নিয়োগের বিষয় নিয়েও জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় ঐ কেন্দ্রগুলো পরবর্তীতে আর চালু করা সম্ভব হয়নি। যার ফলে ঐ এলাকাগুলোতে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা পূর্বের অবস্থানেই থেকে গেছে। বিশেষ করে সদর ইউনিয়নের সংকরপুর, পাঠানপাড়া, কালুপাড়া, মহদীপুর, বৈরামপুর, লোহানীপাড়া, ইউনিয়নের কাঁচাবাড়ী, বালিয়াপাড়া, নয়াপাড়া, মাদাই খামার, সাহেবগঞ্জ, বাতাসন, কচুয়া, মণ্ডলেরহাট, চৌপথিরহাট এবং কুতুবপুর ইউনিয়নের রোস্তমাবাদ, আইড়মারী, খিয়ারপাড়া, নাটারাম, বালুয়াপাড়া, সর্দারপাড়া, অরুন্নেছা এবং নাগেরহাটসহ আরও বেশ কয়েকটি গ্রামে এখন পর্যন্ত শতকরা প্রায় ৭৫/৮০ জন লোক নিরক্ষর। বদরগঞ্জ থানাকে নিরক্ষরমুক্ত গোষণা করায় সেখানে আর অন্য কোন বেসরকারী সংস্থা এ কার্যক্রম পরচালনা করতে আসবে না। ফলশ্রুতিতে থানায় নিরক্ষরতার কালো ছায়া পূর্বাবস্থায়ই থেকে যাচ্ছে। দেশে ভয়াবহ বন্যার কারণে প্রথম ৬ মাসের ২/৩ মাস এমনিতেই চলে গেছে। যার ফলে পরবর্তী সময়ে কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে থানায় নিরক্ষরতা দূর হয়েছে এটা বলা যাবে না। এ প্রসঙ্গে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণার কথা বললে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা বলেন-, আমরা নিম্নকর্মচারী, উর্ধ্বতন কর্তাগণ যা বলবেন আমাদের তাই করতে হবে এবং তাই করেছি।

সব মিলে বদরগঞ্জ থানায় সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচী বাস্তবায়নে পুকুর চুরির ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ফলশ্রুতিতে থানায় নিরক্ষরতার হার এখনও শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই থেকে গেছে। আর এ অবস্থায় সাংসদ এবং টিএনও কর্তৃক ঢাকঢোল পিটিয়ে থানাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণার বিষয়টি সচেতন মহলে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি করছে।